

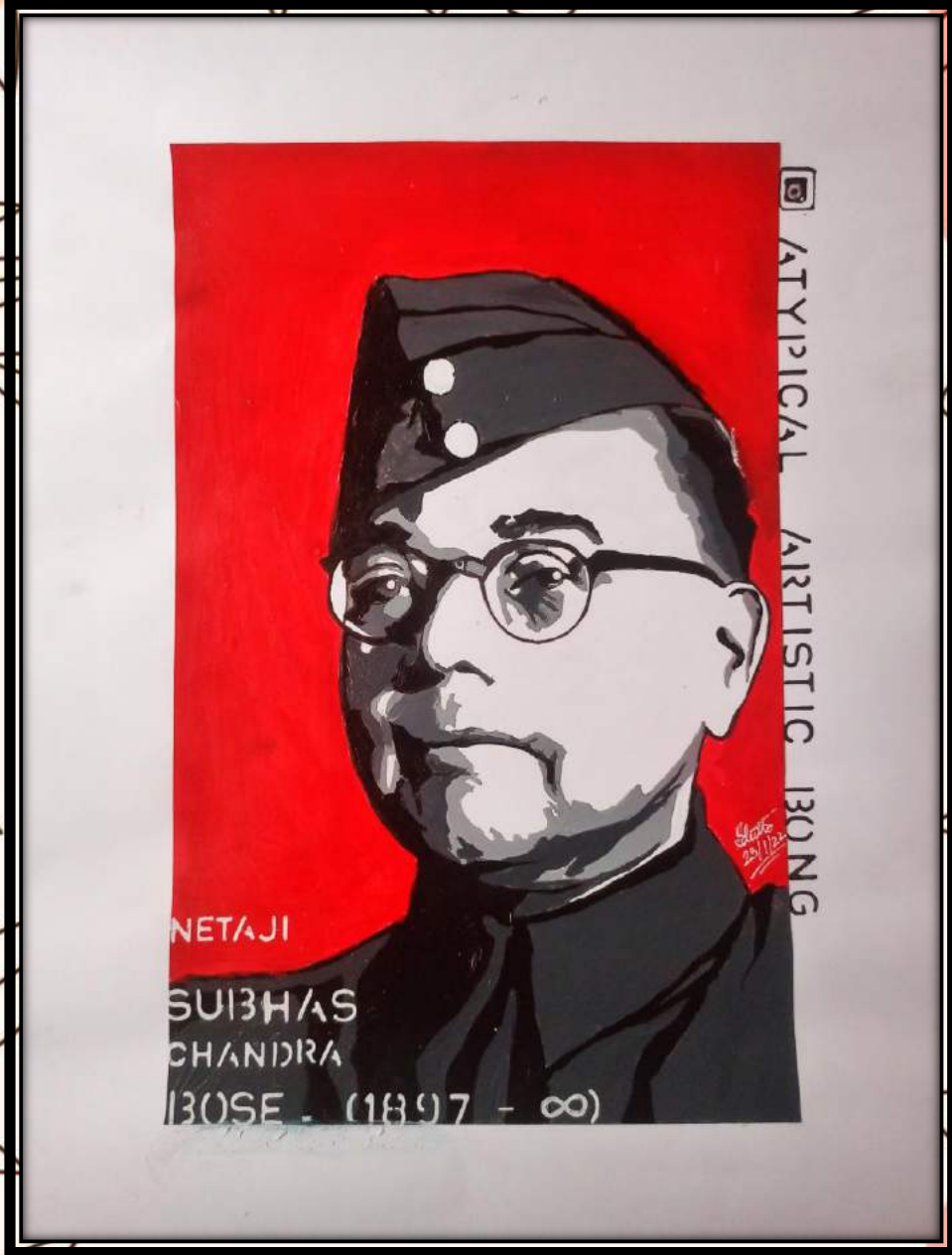


Department of  
Mechanical Engineering

# Mechatrix

A Special Edition to Celebrate the 125th Birth  
Anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose

By - অযাপ্তিক




ভগবানের মৃত্যু নাই  
তাই আজও বিশ্বাস করি  
তুমি ঠিক ফিরে আসবে  
তুমি ঠিক ফিরবেই .....

## From the Coordinator's Desk

The February 2022 issue of the MECHATRIX carries special significance and reverence, as it commemorates the 125th Birth Anniversary of a luminary who, as a lion-hearted freedom fighter and patriot, scared the living lights out of the British-Raj and devoted his life for the cherished dream of an Independent, self-reliant motherland. Yes, you guessed it right!! He's our Subhas Chandra Bose, our beloved "Netaji", whose entire life resonates with his thought "One may die for an idea, but that idea will live forever."

The daring and selfless steps that Netaji took to fulfill his fierce commitments to the idea of a free nation (Azad Hind) make him truly a national icon. His ideals and supreme sacrifices for the cause of freedom movements have been, and shall forever be, endless source of inspiration for all generations: past, present, and future. The revolutionary idea of thwarting the aggression of an imperialistic, ruthless regime by armed forces, and coupling the same with indomitable courage, vigour and leadership make Netaji so endearing to the youth of our country.

To commemorate this auspicious occasion, the members of Team Ajantrik have poured their hearts out for their "Hero" in this Special Edition. The myriad contributions, in various creative motifs, received for this Issue bear ample testimony of their collective eagerness and enthusiasm to offer their humble respects and tributes for Netaji. Incidentally, this Edition also pays homage to the timeless singing legend, Bharat Ratna Lata Mangeshkar, our beloved "Lata"-Didi. Through this forward note, I once more take the opportunity, on behalf of all Faculty members, to heap praises and congratulations for all your efforts and dedication to make this Edition a success. Young brave hearts of Team Ajantrik, keep going!!



(Dr. SUMANTA BANERJEE)

Faculty Coordinator, "MECHATRIX"

# Contents

❖ **Whispers in the Wind**  
*Where imagination meets the sky*

❖ **Unheard Voices**  
*Stories written through Lens*

❖ **C/o Canvas**  
*Colouring your Thoughts*

❖ **বীরবন্দনায় অযান্ত্রিক**  
Celebrating 125<sup>th</sup> Birth Anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose

❖ **Remembering legends**



WHISPERS IN THE WIND

## If You Listen

We sit beside and talk  
On seats inches apart,  
Searching, in our eyes,  
A detour to your heart,  
I might as well just wait now,  
For the next metro or bus,  
It's okay, I won't get late,  
It's seriously okay, shushh....  
If you just listen to me,  
Not just what I say,  
But everything that couldn't be  
But what was meant anyway.  
You would perhaps then surmise,  
Of all the things unsung  
But what had clearly been told  
Without flicking a tongue ...

-Jeet Shahi  
Alumni 2019

## अनजान मुसाफिर

राह पर चल रहा था एक मुसाफिर,  
मंज़िल की तलाश में मन काफिर

किसी मोड़ पर मिल गया एक दिलकश फ़साना,  
रूह से था मुखातिब, पर चेहरा अंजाना

ठहरे कदम, सोचा देख लूं एक बार,  
काफिर मन का ठहराव से हुआ दिदार  
सोचनें लगा-

"लांघ कर बंदिशे कुछ यूँ थम जाऊं  
तज कर ये सांसें तुझमें रम जाऊं  
अशकों की महफ़िल में सुकून तेरा नाम है  
बैराग दिला दे,तिश्रगी तेरी दिलकश जाम है"

आंखें मूंदी उसने जिसे आसमां मुट्टी में समाना था,  
अब न सफ़र की खबर,न मंज़िल का ठिकाना था

जगमगाते शमियाने में आज अंधकार आई,  
तभी हौसलों को बांधती एक पुकार आई  
तू रूक मत साथी चलता चला जा,  
दरिया में बह मत उनमें समता चला जा

अंजान चेहरे की सुन वो पुकार,  
थाम ली उसने कश्ती, जीत लिया संसार  
आज भी याद करता हूँ वो दिलकश फ़साना,  
रूह से था मुखातिब पर चेहरा अंजाना ❤️

- सोरभ  
2nd Year

।।নিওলিথ স্ক্রতার জ্যাংস্নাকে ছুঁয়ে।।

গোতম চট্টোপাধ্যায় ওরফে বাঙালির মনিদা কিশ্বা বাংলা গানের মহীন একদিন রাতে তার দলবল নিয়ে গানবাজনা করছেন, অতিষ্ঠ হয়ে কেউ একজন বাড়ির দরজায় লিখে দিয়ে গেলো 'আস্হাবল', এই আস্হাবলের থেকেই বেড়ে ওঠা 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র।

ফিরে যাওয়া যাক ষাটের দশকের শেষে, পার্কাস্টিট লাইভ মিউজিক এর স্বর্ণযুগের অঙ্গ মনিদা তখন 'আর্জ' ব্যান্ডের গিটারিস্ট, স্বপ্ন দেখছেন বাংলা গানকে বদলে দেওয়ার। কিন্তু বিপ্লব কি অতটাই সহজ ?

ঘোড়ার লাগাম টানতে চাইলো রাষ্ট্র ।

১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনের শরিক হিসাবে মনিদা গেলেন জেলে, ছাড়া পেতে গড়ালো ১৯৭২। মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পাওয়া গেলেও মিললো না বাংলায় পা দেওয়ার অধিকার, ঠাই নিলেন ভোপালে আর সেখানেই নিঃশব্দে প্রহর গুনতে লাগলো সংগীত বিপ্লব।

বাংলার মাটিতে পা দিতে লেগে গেলো ১৯৭৫, মাঝে রাষ্ট্রের হাতে বিসর্জন দেওয়া তিনটে বছর ধরে জমে থাকা অভিমানের ফলশ্রুতি হিসাবেই গড়ে উঠলো প্রথম বাংলা ব্যান্ড, ছুটেতে লাগলো 'মহীনের ঘোড়াগুলি'।

১৯৭৭ সাল টা মহীনের জন্য ছিল স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখার একটা বছর, অত্যাচারী কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল কমিউনিস্ট সরকার । বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো ঘোড়াগুলির হেষ্হা। প্রকাশিত হলো তাদের প্রথম অ্যালবাম 'সংবিপ্ল পাখিকুল ও কলকাতা বিশ্বয়ক'। এর পরের সময়ে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো গোটা বাংলা জয় করে মহীনের ঘোড়াগুলি । ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ এর মধ্যে পর পর তিনটে অ্যালবাম , গোটা বাংলা জুড়ে গোটা টিম নিয়ে ১০ টা শো সেদিনের মাটিতে স্বপ্নের মতো...কিন্তু অশ্বমেধের ঘোড়ার দৌড়ও একদিন থামে। ১৯৭৯ এ ভেঙে যায় মহীনের স্বপ্ন, শিল্পের কন্ঠরোধ হতে দেখে বহরমপুর তথা গোটা বাংলা ।

সেই দিনটার গল্প বলেছেন অন্যতম আদি এক ঘোড়া তাপস বাপি দাস "বহরমপুর স্টেশনে ভোরবেলা নামতেই দেখলাম প্ল্যাটফর্ম জুড়ে মহামিছিল, হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা 'অপসংস্কৃতি দূর হটো'। স্লোগানে বলা হচ্ছে আমাদের ফিরে যেতে। সংগঠকরা যথেষ্ট

তৎপরতার মধ্যে আমাদের পৌছে দেয় হোটেল। মধ্যাহ্নভোজের পর হঠাৎ বিশু আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে যায়...“। দেখা যায় সেই একই মিছিল, একই স্লোগান, তবে পার্থক্য এটাই এখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে ছাত্র পরিষদ আর এস.এফ.আই., হমকিও ছিলো হল অবধি যেনো না পৌঁছয় মহীনের ঘোড়াগুলি ।

মহীন থেমে গেলেও থামেননি মণিদা, বাংলা দেখেছে নাগমতি, চিত্র পরিচালক হিসাবে মণিদা পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার, গানকেও ছাড়েননি তিনি।

একদিন তাপস দাস অর্থাৎ তার বিশ্বস্থ ও সর্বশ্রুণের সঙ্গী বাপিকে বলেন তিনি মহীনের ঘোড়াগুলিকে আবার দেখতে চান, নতুন কিছু শিল্পীর উত্থান দেখতে চান এই নামের নীচে, এর জন্য সমস্ত অর্থ জোগাড় দেবে মহীন আর সব অ্যাঞ্জে করবেন বাপি...

বাংলা গান আবার ফিরে পেলো মহীনের ঘোড়াগুলিকে, বছর কুড়ি পর আবার ফিরে এলো নতুন শিল্পীর নতুন পরিচয়ে মহীনের ঘোড়ারা। ‘আবার বছর কুড়ি পরে’ অ্যালবামের একটি গানেও গলা বা হাত মেলাননি মণিদা বা বাপি, আসলে মহীনের ঘোড়াগুলি কয়েকজন নির্দিষ্ট শিল্পীর কোনো ব্যান্ড না, এটা ছিল বাংলা গানকে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা স্বপ্ন , বহু শিল্পীর আত্মপ্রকাশের একটা মঞ্চ, ছিল একটা বিপ্লব...

কৃতজ্ঞতা : আনন্দবাজার পত্রিকা , বাংলা রক ম্যাগাজিন

Sankha Dey  
2nd Year





# Memoir

I ride the waves under the sunshine  
glide through the black and blue skies  
Sometimes the tree top's my shelter  
Some nights I play, cards with mice  
Sometimes I smile for no reason  
It's when I have tears in my eyes  
Oh did you hear me sing  
Or did just the telephone ring  
Sometimes I talk to myself  
I try to reason with reasons  
Tell me to go gather food  
Before the wrath of the seasons  
Am i just trying to be different?  
Or is it called being stupid?  
Will I get hit by a train  
Or maybe an arrow from cupid?  
Go to bed

Sometimes I like to think of her  
They usually come with a tear  
Then start drifting in, the words  
And that is when the smile appears.  
She asks the strangest of questions  
I seldom have answers to  
She sits by the window every dawn  
Sun frames her silhouette coming through  
Blue velvet parallels crimson  
Puts all my pain into prison  
Before my thoughts carry me away  
Know, She's not a part of the inevitable  
Yesterday  
I guess I have to call it a day  
I have even more to say  
Time just takes my thoughts  
and he just keeps running away

-Abhishek Sengupta  
Alumni 2018

## ফেরা

কোন সে উজানে লুকিয়েছ তুমি  
আজও তোমায় খুঁজিয়া শ্রান্ত আমি,  
ঘুমিয়ে পড়েছি এক কবর তলে।  
যদি আমায় পরে মনে,  
নামটি ধরে ডেকো গেয়ে  
দেখবে আমায় তোমার পাশে  
হয়তো আড়াল করে রাখবো তাকে;  
ডাকলে পরে পাবে আমায়,  
হয়তো এক কোকিলের বেশে -  
হয়তো বা বৃষ্টি ভেজা রূপকথার দেশে ॥

-সৌপর্ণ দত্ত

Alumni 2020

## Words adrift

I fax my feelings to you  
And then telephone you to check  
If unpicked, I wait and wonder  
Whether you are still awake.  
If picked, we talk and giggle  
Our words adrift at night.  
Pulses and heartbeats conveyed  
In bits and megabytes.  
I do not know what brings  
Us to this place,  
Is it chance, is it destiny, or is it  
The inevitability of our race.

Love, I think is similar  
To gravity in so many ways  
The way it attracts and distorts  
The way it transcends space.

Jeet Shahi  
Alumni 2019

## कौन समझे

सीधे रास्तों में चल कर भी  
हर दिन उलझ सा जाता हूं।  
सौ ठोकरें खा कर भी  
दिन भर मुस्काता हूं।  
पर अब ये कौन समझे।

दुनिया की बोझ तले  
दब सा गया हूं।  
लोगो की सोच के बीच  
फस सा गया हूं।  
पर अब ये कौन समझे।

इस भीड़ भाड़ सी दुनिया में  
बे चैन सा मन हो जाता हूं।  
किसी सुनसान से कोने में  
छुपने को मन चाहता है।  
पर अब ये कौन समझे।

Md Hasnuzzaman  
Alumni 2019

# Agape

"The most mystical moments occur in our lives when our unknown unconsciousness is the phase of complete silence, accompanied by the surrenderance of all the intellect we have gathered ,to a providence, may it be the concept of God, may it be a concept of nothingness or may it be some personality that you look upto....", my mind went in a profound state of blissfulness with the view around me that completely touched me to the point where I could feel ecstasy bursting out of the veins... As I look around me, I encounter the gorgeous smiles of the natives and farmers around, for a beautifully accepted harvest gathered from their own fields that they fought to win over the Capitalist government ensuring jobs and factories . I look upto the Omnipotent with the eyes of compassion, when I get my eyes nearly blinded of the sun, burning as if it were the first week of September, I could feel the promise of winter by the whirling sky throwing the magnanimous clouds before the fire that warms our planet, ensuring the idea of even though seemingly non-existent ,can still rise up above everyone if it continues to shine and thrive. With the passing away of my father, maybe this magic weather was a gift to sweeten the sorrows of this year, which is in the verge of dying for its successor. The darkness and regrets that's soaked inside me, I often think about my believes drifting towards negative devil dominance, guided by Lucifer, who spat on the blackberries that's being relished by the birds, the thick purple juice which is colouring their wings and the leaves of the brambles which is bathing in the juices . I shook my head to detach myself from the layers of thought that are arising in my mind ,I neared the blueberries , just to stare at the happiness of the innocent creatures, where I found my foot touching the cold waters, sending a quick shiver down the spine, that will carry on loads of responsibilities being Head of the family. I looked down through the waters to my distorted face, rippling all over by the chaotic action of my foot into a realm of stillness, I saw my face getting coloured by the same colours of sunflower , intermingled by the gold from the dazzling sun, creating an image of gold and copper coins lying over the boulders. I went a bit deep into the waters, disturbing the life inside it. I closed my eyes, loosening my body, I stretched out my arms, trusting on something inside the very deep layers , the divine love, I let myself fall, far from the dark paths I went, even when my mind was bombarded by all the regrets, my heart pierced by the points in life I was not enough to myself, I fell, till I saw myself silenced, into a path of knowing who I am, to understand "I think and I err, therefore I am" I fell. It was hours of what felt like minutes, I sat up, saw my hands and feet as I saw them after many years, looked around me and smiled, just like the baby with whom you play "hiding and showing faces", I woke up, and went ahead, further, till I was at ease, I was at peace.

An aerial photograph capturing the raw power of the ocean. Turquoise and emerald waves are seen crashing against a rugged coastline of brown and grey rocks. The water's color transitions from a deep blue in the distance to a vibrant turquoise near the shore, where white foam from the breaking waves is visible. The rocks are jagged and layered, creating a stark contrast with the fluid motion of the water. The overall scene conveys a sense of natural beauty and untamed energy.

*UNHEARD VOICES*



Sahil Molla, 2nd Year



Manish Kundu, 2nd Year



Sahil Molla, 2nd Year



Prerona Maity, 2nd Year



Aatir Ali, 2nd Year



Abhigyan Nayak, 3rd Year



Manish Kundu, 2nd Year



Avinaba Kar, 2nd Year



Sahil Molla, 2nd Year



Prerona Maity, 2nd Year



Abhigyan Nayak, 3rd Year



Manish Kundu, 2nd Year



Prerona Maity , 2nd Year



Prerona Maity , 2nd Year



Sahil Molla, 2nd Year



Abhigyan Nayak , 3rd Year



Sarbeswar Rajguru , 3rd Year



Dinesh Halder , 2nd Year



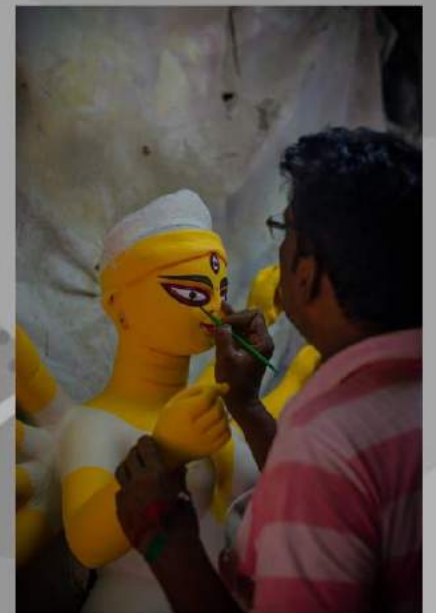
Dinesh Halder , 2nd Year



Manish Kundu , 2nd Year



Prerona Maity , 2nd Year



Sarbeswar Rajguru , 3rd Year



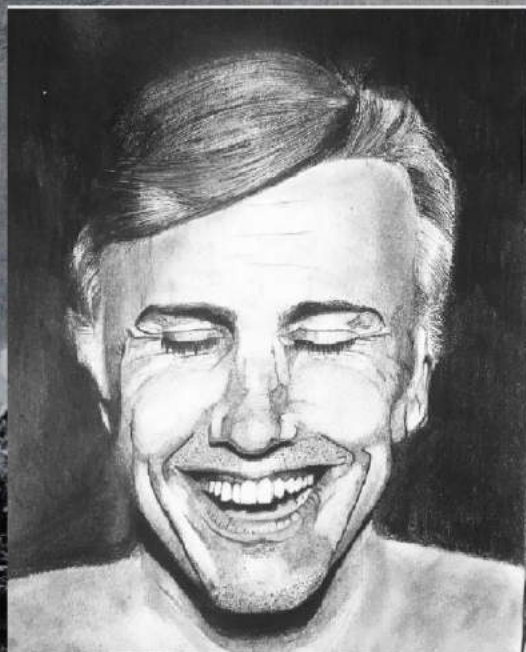
Aatir ali , 2nd Year



Sarbeswar Rajguru , 3rd Year

An abstract painting featuring a vibrant color palette of cyan, magenta, red, and yellow. The composition is dominated by expressive, gestural brushstrokes and splatters. A large, bright cyan area occupies the upper left, while a magenta and red section is on the right. A yellow and orange area is at the bottom. The overall effect is one of dynamic energy and layered textures.

C/O CANVAS



Jeet Shahi Alumni 2019



Sahil Sarbar 2nd Year



Jeet Shahi Alumni 2019



Souparno Dutta Alumni 2020

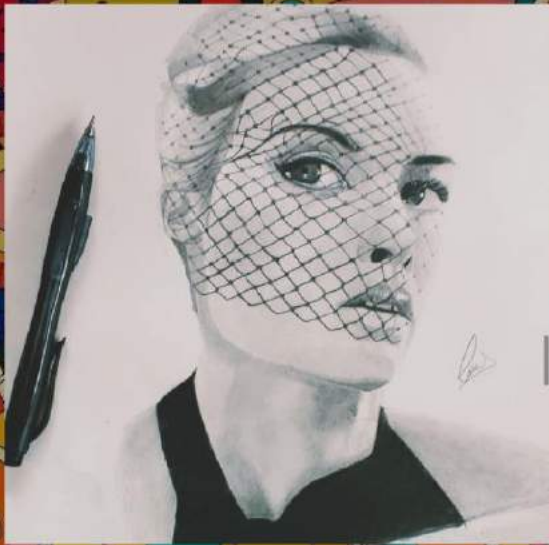


Chandrani Hazra 2nd Year



Avinaba Kar 2nd Year





Jeet Shahi Alumni 2020



Rajarshi Aich Alumni 2021



Rajarshi Aich Alumni 2021



Avinaba Kar 2nd Year



Rajarshi Aich Alumni-2021

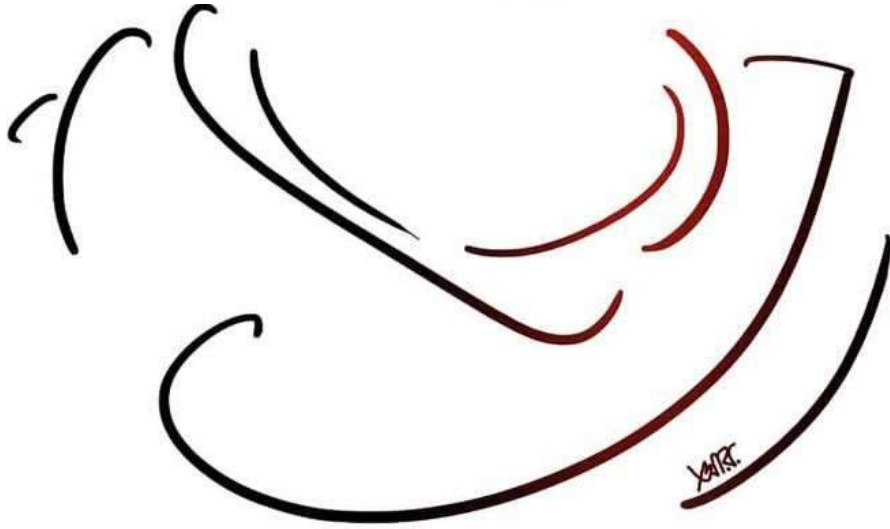


Swarup De Alumni 2018



# বীরবন্দনায় অযান্ত্রিক

*Celebrating the Life of Netaji Subhash Chandra Bose*



# বিষেবাড়িতে নেতাজী

"চিকেন পাকোড়াটি কেমন খাচ্ছেন লাহিড়ীদা?"

"খারাপ না, কিন্তু বড্ড ড্রাই। আগের সপ্তায় একটা বিয়েবাড়ি ছিল, ওখানে বেশ সাথে গ্রিন চাটনি দিয়েছিল। বেশ জমেছিল।", লাহিড়ীদার কুড়মুড়ে উত্তর।

"তা ভুল বলেননি।" আরেকখানা কামড় বসাতে বসাতেই মাথা নাড়লো পথিক।

"আপনার তাহলে পর পর বিয়েবাড়ি চলছে, নাকি লাহিড়ীদা?", কথাবার্তাটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা কায়দা হল সামনের ব্যক্তির জীবনের সব দুঃখকষ্টের ভাগীদার হতে চেয়ে তার মনের কথা শুনতে চাওয়া, তাই পথিক বলেই চলছে," এই বাজারে পর পর বিয়েবাড়ি তো বেশ চাপের ব্যপার।"

"আর ভাই বলো না। এই নিয়ে তিন নম্বর বিয়েবাড়ি। এখনও মাসের সতেরো পেরোতে পারলো না। ওদিকে সব জায়গায় সপরিবারে। আর উপহারের নামে পাঁচশো টাকার একখানা যা খুশি কিনে ঠেকিয়ে দিলে তো মানসম্মান থাকে না। তার ওপর আবার গিল্লীর চোখরাঙানি। কোনদিক ছেড়ে কোনদিকে সামলাই বলো তো?"

"তা যা বলেছেন! অম্মাণ পড়তে না পড়তেই বাঙালির কি বিয়ে করবার হিড়িক। যেনো বাঙালির প্রিয় উৎসব বিবাহ উৎসব।"

লাহিড়ীদার উপহারের দাম চোকানোর দুঃখ তখনও দূর হয়নি, পথিক তখন হঠাৎ, একেবারেই আচমকা একটা কিরকম যেনো বেবাক প্রশ্ন করে বসলো," আচ্ছা লাহিড়ীদা, নেতাজীকে আপনার কেমন লাগে?"

লাহিড়ীদার স্রুয়ুগল যাও বা আগের দুঃখটা জয় করে খানিকটা শান্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পথিকের এমন বেআক্কেলে প্রশ্নে তা এবার দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো," তুমি কি মশকরা করছো নাকি আমার সাথে? হঠাৎ এই ভরা বিয়েবাড়িতে জিজ্ঞেস করছো নেতাজীকে আমার কেমন লাগে? নাকি আবার কোনো টিভি সিরিয়াল বা সিনেমা বেরিয়েছে? আর তাই সারা বিশ্ব ওই মাসখানেকের জন্য তাকে নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে?"

একগাল হাসি নিয়ে পথিকের চটপটে উত্তর,"আরে না না মশকরা না লাহিড়ীদা। ভেরি সরি, ভেরি সরি। আসলে সিনেমা সিরিয়াল না, একটা লেখা, মানে একটা গল্প পড়ছিলাম সেদিন। রবিসংখ্যা পত্রিকায় ছেপেছে। একটু মজা করেই লেখা। নাম 'বিষেবাড়িতে নেতাজী'। আজকে বিষেবাড়িতে এসে ভাবলাম একটু যাচাই করে দেখি গল্পটা কতটা খাঁটি।"

উত্তরে কিছুটা শান্ত হলেন বোধহয়, তেমনই মনে হল লাহিড়ীদার পরের কথায়," হুহু, আজ নেতাজী বেঁচে থাকলে দেশটার এই অবস্থা হত নাকি? কি না করেছে মানুষটা এই দেশটার জন্য। তাকে কিনা শেষে গিয়ে মরতে হল সাইবেরিয়ার বরফে! এখন তো আবার শুনছি ইউপি'তে কোন গুমনামী বাবা সেজে ছিলেন শেষ বয়সটায়। কি দুঃখের কথা বলো তো। কিন্তু সত্যি বলতে কি নেতাজীকে মেরেছি এই আমরা। আমাদের মনের ভিতরে লোকটা মরেই গেছে। নাহলে এই নির্লজ্জের রাজনীতি চলতে পারতো এই ভারতবর্ষে? সত্যিকারের নেতা বলতে যদি ভারতবর্ষ কাউকে দেখে থাকে তবে তা হল ওই লোকটা।"

"একদম ঠিক কথা বলেছেন", পথিক চিকেন পাকোড়ার পালা মিটিয়ে এবার মকটেলের স্টলের দিকে পা বাড়াবে তখন," বড় সাহেব মেয়ের বিয়েতে খরচা করেছেন বটে দেখার মতো, চলুন লাহিড়ীদা একটু মকটেল ট্রাই করে দেখবেন চলুন।"

"নাহ, তুমি বরং যাও ভায়া। আমার একেই ঠান্ডার ধাত। ওই বরফগোলা জলে আমি নেই, আমি একটু গরম কফি খাব।"

মকটেলের স্টলে দেখি ক্যাশিয়ার রমাদা। এই নিয়ে চার নম্বর ফ্লেভার ট্রাই করা হয়ে গেছে তার। পথিককে আসতে দেখে তার দিকেও একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে, "নাও নাও, এই ব্লু-বেরিটা ট্রাই করো আগে। কি ফাটাফাটি বানিয়েছে।"

আমাদের রমাদা, মানে রমাপদ বিশ্বাস খোলামেলা মনের মানুষ। উসকো খুসকো দাঁড়ির ফাঁকে গালভর্তি হাসিটা তার ধ্রুবক। একথা সেকথায় লোকটার সাথে মিশে যাওয়া যায় অতি সহজে। সেইসবের মাঝে পথিকের ফের আচমকা সেই প্রশ্ন, "আচ্ছা রমাদা, নেতাজীকে তুমি কিভাবে দেখো?"

রমাদা চোখ এদিক ঘুরিয়ে, সেদিক ঘুরিয়ে, তেরছা চোখে খানিক মাথার ওপর আলোকসজ্জায় চোখ থামিয়ে, শান্ত গলায় বললেন, "অত বড় মহীরুহ, পর্বতসমান মানুষ। আমার কি তাকে দেখবার চোখ আছে ভাই পথিক? বাঙালিকে রাজনীতি করাটা কে হাতে ধরে শেখালো বলো তো? ওই মানুষটাই তো! আর বাঙালি মানে তো শুধু কেতাবী বুলি আওড়ানো সাহেবী বাঙালি না, বাঙালি মানে পথে ঘাটে, গ্রামে শহরে, বাজারের থলে হাতে, ব্যাঙ্কের লাইনে, ট্রেন বাসের ঠাসাঠাসিতে দাঁড়ানো বাঙালি। এক কথায় লড়াই করে, তবু ঘাড় গুঁজে বেঁচে থাকা এই ছাপোষের জাতিটাকে কে শেখালো রাজনৈতিক অধিকারটাও যে একটা ভাবনার সামগ্রী? ওই মানুষটাই তো। কি অপরিসীম ক্ষমতাবান হলেই না এতো বড় উদাহরণটা বানানো যায়। যে সময়ে মেয়েরা জন্মাত মা হওয়ার জন্য, আবার মরেও যেত সেই মা হওয়ার যন্ত্রণা সহিতে না পেরে, সেই সময়ে তিনি বানালেন বাঁসির রানী রেজিমেণ্ট। মেয়েরা যে সত্যি সত্যিই মা দুর্গার জাত তা তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি নেতাজীর নিজের লেখালিখি পড়ে থাকবে নিশ্চয়ই, উফ্ সে কি অসাধারণ লেখা। প্রকৃতই যোগী পুরুষ। যেমন তার জ্ঞান, তেমন তার চিন্তাশক্তি, কলমের খোঁচায় তেমনই মাধুরী। তাঁকে দেখার মতো চোখ আমার নেই ভাই, শুধু চোখ বুজে প্রণামটা করতে পারি আমি।"

"একদম যথাযথ বলেছ। সঠিক, সঠিক।", মকটেলের শেষ চুমুকটা দিতে দিতেই বললো পথিক।

ওদিকে এতক্ষণে সিঁদুরদানের পর্ব শেষ হয়েছে। "কি অসীমদা? বিয়ে সুসম্পন্ন হলো? কেমন দেখলেন?", পথিক একটু জোরেই চঁচিয়ে ইশারায় এইদিকে ডাকলো প্রবীণ ভদ্রলোককে।

হালকা হাসি জড়ানো মুখখানা নিয়ে এগিয়ে এলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, "আজকাল বেদমন্ত্রও ভুলভাল উচ্চারণ করে এরা। মন্ত্রটাও যদি সঠিক উচ্চারণ করলে না হে, তবে বৈদিক বিবাহের এই ঘটনা কেনো বাপু? আসলে কি জানোতো, পুরোটা মিলে একটা ইন্ডাস্ট্রি, ওয়েডিং ইন্ডাস্ট্রি। বিয়ে বাড়িটা হল একটা বিজ্ঞাপন মাত্র। আর চারদিকে যা কিছু দেখছো, এক একটা পণ্য, মানে কমোডিটি। তুমি, আমি সবাই আছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে, কেউ বাদ যাবো না।"

"একেবারে অব্যর্থ বলেছেন।", হাসতে হাসতে পথিক সায় দিচ্ছিল, "তা আপনি কেমন আছেন অসীমদা?"

"ফর ইলেভেন ইয়ারস্ আ রিটায়র্ড পার্সন। স্ত্রী পরলোকগতা। ছেলেপুলেরা উড়তে শেখা পাখির ছানা। এমন নির্বৃষ্টি জীবনে অবসরের ক্লান্তি, আর বাঙালির সেই পুরোনো বাতের ব্যথা - এই দুই ছাড়া তেমন কিছুর উৎপাত নেই। তবে বইগুলো আমার বড় ভালো। ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিলে আজও তারা কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বেশ আছি। তোমরা কেমন আছো বলো? অনেকদিন পরে দেখছি তোমাদের। পথিক বেশ সরকারী চাকুরেজীবী হয়েছে দেখছি হে।", হেসে হেসে রসিকতার সুরেই বলল অসীমদা।

"ইস্ কি যে বলেন!", সোয়েটারের তলায় লুকোনো বাড়ন্ত ভুরিটাকে আরো একটু লোকানোর চেপ্টাটা চালিয়ে যেতে যেতেই পথিকের লাজুক মুখের উত্তর।

পাশ থেকে রমাদা এইবার শব্দবিরতির সুযোগ বুঝে ফস্ করেই করে বসলে সেই উটকো প্রশ্নটা, "অসীমদা আপনি কি বলেন, বাঙালি কি নেতাজী কে মনে রেখেছে?"

"ওহো, রবিসংখ্যাটা পড়া হয়েছে বুঝি। হা! হা! তা ভালো, দেখেও ভালো লাগছে এখনও বাঙালি আড্ডায় লেখালিখি নিয়েও দু'চার কথা থাকছে। নাহলে টিভির পর্দায় যেমন শিখিয়েছে, 'নাচো বাংলা নাচো', মানুষ সত্যিই সেই ইশারায় নেচেছে। তাদের নিজস্ব আলোচনা নির্বাচন ক্ষমতাটা একেবারেই ক্ষয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে ভাবি, সিরিয়ালের কুটকচালি না থাকলে ওপরমহলের দাদা দিদিদের মস্ত বড় সমস্যা হয়ে যেত

বৈকি। মানুষ যদি পেট্রলের দাম নিয়ে ভাবে কিংবা ধরো বেকারত্বের জ্বালায় এখন রোজ রোজ দলে দলে ধর্না দেয়, তাহলে সেটা মিডিয়াই বা দেখাবে কাকে। মিডিয়ায়ও খবর বেচার কাস্টমার চাই, আর সেই কাস্টমারের মাথা ঠান্ডা রাখতে সন্ধে বেলায় রানী রাসমনিকেও চাই। তাই সবে মিলে হিসেবটা নির্ভুল আছে। যাকগে, সবতে বেশি বকাটা এই বুড়ো বয়সের এক বদঅভ্যাস হয়েছে দেখছি। কি যেনো বলছিলে, বাঙালির মনে নেতাজী? হা! হা! বলছিলাম কি, তেইশে জানুয়ারি রবিবার পড়লে দুঃখ হয় কিনা?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লজ্জায় নাক কাটানোর চেয়ে নীরবতা আরামদায়ক। অসীম দা একটু থেমে তাই আবারও বলে চললেন, "হা এইটাই হল ব্যপার। বাঙালির মনে তিনি না থাকলেও ছুটির ক্যালেন্ডারে আছেন। মাঝের চক্ৰিশ পঁচিশে ছুটি করিয়ে নিতে পারলে টানা চার দিনের লম্বা ছুটি। চাকুরী প্রিয় অথচ ভ্রমনে পারদর্শী বাঙালির কাছে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কি হতে পারে? আর বছরের বাকি দিনগুলোতে শুকনো ফুলের মালা গলায় নেতাজী থাকে বাঙ্গালীর ডাইনিং কাম ড্রইং রুমের দেয়ালে। ছোটবেলায় সেই নেতাজী রচনা লিখতে গিয়ে লোকটার ব্যপারে খানিকটা জেনেছিল হয়তো, কিন্তু ব্যাস ওইটুকুই। তবে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, নেতাজীর আরো বড় ভূমিকা আছে বাঙালির জীবনে। একটা আস্ত বড় বিজনেস মডেল হল দিনক্ষণ মেপে দেশপ্রেম জেগে ওঠা, সেইটার প্রতিমূর্তি হলেন তিনি, যাকে বলে হিট আইকন। এর চেয়ে বড় পাওনা তার জন্য আর কি হতে পারে বলো তো? বাঙালি তাকে মনে রেখেছে বৈকি।", এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়ে একটু থেমে গিয়ে আবার বললেন, "ভায়া এই বার্ধক্য বড়ই কঠিন। না, তা শুধু ওই বাতের ব্যথার জন্য না। অনেকটা পথ চলে আসার পর দেখা যায় আদতেই আমরা সার্কাসের জোকার, আর তাতে ছরি ঘোরাচ্ছে সব রিং মাস্টার ধন কুবের শেঠজীরা। আবার তুমি বুঝতে পারছ সেই শিকল ছিড়েও কোনোদিন বেরোতে পারবে না। এ এক ভীষণ যন্ত্রণা।"

"ভাবনা গুলো যেনো কেমন থমকে যায় আপনার কথায় অসীমদা।", চুপ কাটিয়ে পথিক বলল প্রথম। রমাদা তখনও অল্লান মুখে বললে, "আমি বলব অসীমদার কথায় আরো নতুন করে ভাবনা গুলো উঠে আসে।"

"হা! হা! আচ্ছা শোনো, রাত বাড়ছে। এখন খেতে না বসলে এবার বাতের ব্যথাটা সত্যিই বাড়বে। আমি ওদিকে গেলাম। তোমারা কি আসছো?" হালকা হাসির মেজাজে বললেন অসীমদা।

"আমিও বসব এবার, চলুন আমি আসছি আপনার সাথে। তুমি কি আসছো পথিক?", রমাদা জানতে চাইলো।

"আমি যা খেয়েছি এই অবধি আর একটু দাঁড়িয়ে যাই। আপনারা বসে পড়ুন, আমি পরের ব্যাচটায় বসছি বরং।" পথিকের আশ্বস্তিতে অসীমদা, রমাদা দুজনেই মেইন কোর্সের দিকে চলে গেলো।

পথিক আবার একবার কফি স্টলটার দিকে গেল। লাহিড়ীদা এতক্ষণে অন্য কোথায় চলে গেছেন। চোখে পড়লো বলাই দা। রোজ অফিসে টেবিলে টেবিলে চা দেয় যে লোকটা, সে আজ বিয়েবাড়িতে এসে বেশ খোশ মেজাজে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। পথিক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেও আরেক কাপ কফিতে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, "কি বলাই দা? কি বুঝছ? কেমন বানিয়েছে? তোমার মতোন বানাতে পেরেছে?"

সরল মানুষ বলাই দা হেসে হেসে বলে, "কি যে কন আপনি দাদাবাবু, আমি কি নিজি মুখে নিজির গুণগান গাইতি পারি? বরং আপনি কন, আপনার কেমন লাগতিসে?"

"নাহ, তোমার হাতের আদা চায়ের কাছে এসব কফি টফি ডাহা ফেল। তোমার জুড়ি নেই। তোমাকে ছাড়া অতো বড় অফিসটাই চলবে না।" পথিক বেশ গলা ফুলিয়ে বলাইদার সুখ্যাতি করছে। বলাই দাও চোখ নিচু করেই লাজুক মুখে সেই প্রশংসা শুনছে। "তা কেমন লাগলো বড় সাহেবের মেয়ে জামাই?", পথিক আরো জানতে চাইলো।

"এক্কেবারে উত্তম সুচিত্রা জুটি", ঝটপট জবাব বলাই দার।

" বাবাহ্, তুমি তো বড় উত্তম সুচিত্রার ভক্ত দেখছি গো । এটা তো জানতাম না!", মজার সুরে পথিক বললো ফের ।

বলাই দা'ও হাসি মুখে বলতে লাগলো, "আমাগে সময় সব্বাই উত্তম সুচিত্রার ভক্ত ছিল গো দাদাবাবু, সেই চটের হলে সিনিমা দেখতি যাওয়া । বছরে একবার । যখন মেলা বসতো। সিনিমা দেহার এট্রা আলাদাই মজা ছেলো ।"

" আচ্ছা বলাই দা, তোমাদের আগের সময়টাই বেশি ভালো ছিল, তাই নাকি গো?" উত্তরের আগ্রহে পথিক বলল ।

"আগের দিন? সে এট্রা সময় গেসে গো । হেবি কষ্টের দিন । বাপ মাতাল। মা চার বাড়ি কাজ কইরে, সেলাই কইরেও সংসারডা টানতি পারত না । আমি কাজ করা শুরু করিছেলাম অনেক ছোটো থাকতি। তারপর ঘর করলাম, তিন তিনডে বুনির বিয়ে দেলাম, তারপর নিজি বিয়ে করলাম, ছল-মাইয়া বড় করা - সেকি আর এট্টু কষ্ট? আগের দিন যে ভালো ছেলো না কেমন ছেলো তা কইতি পারি না । কিন্তু সেই সময় বিয়ে বাড়িতি সানাই বাজত। আরতির মা'রে যেদিন বউ করে আনিছেলাম একখান সানাই রেকর্ডিং আমার বাড়িতিও বাজিছেলো । এহন তো বিয়েবাড়িতি সব আধুনিক গান বাজে । সে যুগ ছেলো স্বর্ণ যুগ। আমি তো অতো বুঝিনা, রেডিওতে কয় দেখি । সে কিসব গান চলত, সিনিমা হত । এহন দিন কাল পাল্টে গেসে গিয়া ।"

কথার ফাঁক বুঝে পথিকের আবার সেই বেখাপ্পা প্রশ্ন, " আচ্ছা বলাই দা, তুমি নেতাজীকে চেনো? "

বেশ একটু যেন অবাকই হল বলাইদা । তবে আপিসের বড়বাবুদের প্রশ্নে উত্তর না দিয়ে পাল্টা কৌতুহল প্রকাশ তার সাজে না । তাই খানিক আমতা আমতা করেই বলল, " তা মানে, চিনি মানে, নেতাজী জয়ন্তী হয় তো আপিসের সামনি । পতাকা তোলে । পনেরোই আগস্টও ওনার ছবি থাকতি দেহি তো । আমি তো ইস্কুল পড়িনি বেশিদূর । উনি কি কি করিসেলেন তা বেশী কইতি পারবো না দাদাবাবু । কিন্তু এইটুক বলতি পারব, সেই ইংরেজের সাথে লড়াই কইরে দ্যাশটারে স্বাধীন করছিলেন । অনেক বড় মাপের নেতা ছিলেন। সেই জিনিই তো ওনারে সবাই নেতাজী বইলে ডাকে ।", এইটুকু বলে কি আরেকটু ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগলো বলাই দা, " সেদিন শোনবেন কি হইসে? দেহি কি, একখান অটোরিকশার পিছনি লিখে রাখসে নেতাজী জন্ম দিবস, কিন্তু যে পাটি প্রচার করতি বারইসে, সেই নেতাদাদার বড় একখান ছবি, নেতাজীর কোনো ছবি নাই । আমি মনে ভাবি, এ কি কাস্ত দেহ দেহি! তারপর বোঝলাম আমরা গরিব মানুষ, রাজনীতির শক্ত শক্ত মারপ্যাচ আমাগো বুদ্ধি আটবে কেন?আমার বাপটা তো বিষ মদে মরিছেলো, তাই মদ আমি ঠুই না । কিন্তু পাড়ায় কি হতিসে তা কি দেখতিও পাবো না নাকি । দুই বোতল মদই হল আমাগে একখান ভোটের দাম । এইটুকু দামের জীবন আমাগে । আমাগে ভাবনার আবার দাম! ", ভাগ্যের ওপরে উপহাসের হাসি টেনেই বলল বলাই দা। তারপর বোধহয় নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে আবার বলে উঠলো, " আচ্ছা দাদাবাবু, নেতাজী ছিলেন সত্যিকারের রাজা, তাই না?"

" বাহ্! একদম ঠিক বলেছ বলাই দা। তুমি একদম সঠিক চিনেছ নেতাজীকে।", পথিকের চোখে ভাসছে একটা তৃপ্তির উচ্ছ্বাস, " চলো যাই, খেতে চলো যাই । এই ব্যাচটায় বসতে হবে । একসাথে বসে পড়ি চলো ।"

- সুবার্তা

Alumni 2021

# Inking Bose

“Assignment : submit a short essay of 200 words on Shubhash Chandra Bose within 24<sup>th</sup>” – a notification pops up , waking up the relaxed sensory nerves . The deep orange curtains hanging for the last ten years throw in it’s colour with a tinge of sun’s warmth over the green floral bedcover , while some get reflected by the milk glass kept aside – showcasing itself as an intentional and necessary arrangement to embroider the tricolour of the flag each and every person of India bows down to . Turning himself away from the shimmering light, his vision of the tricolour was ornamented with a smooth , low auditory appeal ....

Kadam Kadam Badhaye Jaa Khushi Ke Geet Gaye Jaa

Yeh Jindagi Hain Kaaum Ki Tu Kaaum Pe Lutaye Jaa ....

This was the day of rejuvenation for every single soul that has been in touch with the land of India – 23<sup>rd</sup> January , the day when the soul of India’s bravest son was transcended beyond the superficial to be spread amongst all his followers and future generations as an inspiration. As an ardent follower of the ideals of Netaji, a sense of disorientation clutched him, since was nowhere near sure if his heart would allow the pen to touch those papers - feeling of incompetence and sheer devotion of not bounding Netaji on limited words engulfed his morning sunshine. A faint mumble music comes through the window..

Tu Sher Hind Aage Badh, Bandhe Se Phir Bhi Tu Na Darr

Udake Dushmano Ka Sur, Jo De Watan Badhaye Ja....

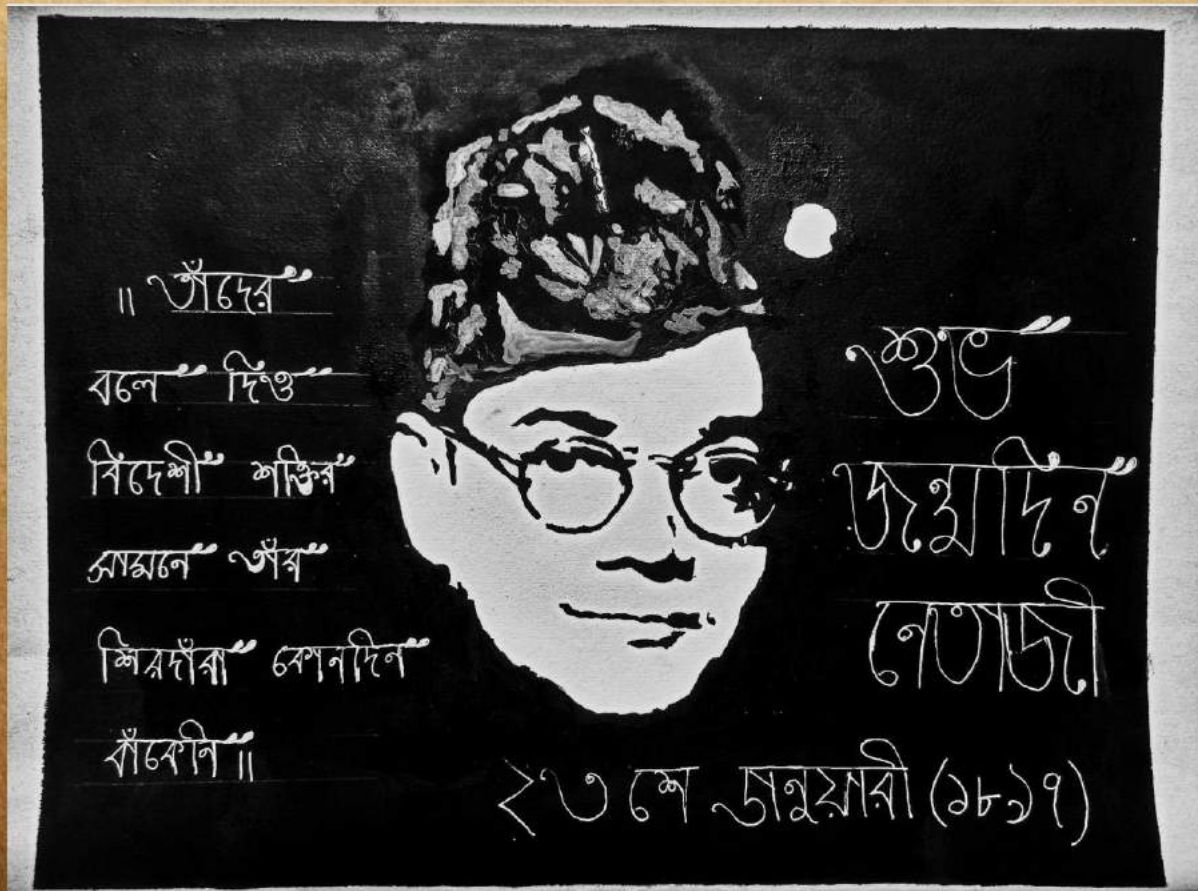
As if even the air carrying those sound waves are excited to create a vibration in the window glasses. In a corner of the dark room painted with Burmese blue colour , he sat – while the yawning history classes back in school reminded him of the INA and Japanese strategizing entry to India through Burma to north-east. Heading the plan was the founder and commander-in-chief of Azad Hind Fauz , topper of ICS who left for national edifice , true visionary – Bose.

“SHAME!” His psyche screamed through his right hand making it tremble. Why after all the sacrifices , display of such unity throughout the nation and common respect for the heroes of

India we fail to embark on their ideologies and footsteps ? Under the guidance of Netaji soldiers did not care about being decommissioned from military and starved to death but being together upfront , why do we now create divides and fragments in the basis of castes and creed? Is patriotism and devotion to martyrs only limited to special national holidays? Were their quotes and lessons just to share on social media , why do people judge when a person forgets the important national days while the person himself isn't committed to the cause and runs over flags on 16<sup>th</sup> August? This level of hypocrisy , fragmented thoughts and divides on the basis of being born disturbed the flow of ink . It stopped , halted . For seconds to minutes to hours , the ink didn't wet the paper , instead it was tears . " It isn't a day about remembering Bose, but a day of celebrating a temporary boost of patriotism " , he uttered. Disheartened , dispirited and in dismay , he picked up the pen ...

" Understanding and embracing the ideals impact more than just knowing the achievements – and if not , the bloodshed and sacrifices will hold no meaning . Let this day be more than just a holiday ; a day to mark ourselves as the baton receiver to drive India into a a world of innovations and continue on the works Netaji dreamt of..... "

**Sampad ghosh , 2nd Year**



Art : Souparno Dutta , Alumni 2020



# ছুটি

কেমন যেন একটা অদ্ভুত চেনা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রাখলের, আধখোলা জানালার ওই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে, "বন্দেমাতরম" ধ্বনি, আরও অনেক পরিচিত কিছু শব্দ, হঠাৎ এইরকম সকাল সকাল ঘুম ভাঙাতে একটু বিরক্তকর মুখ নিয়ে জানলাটা ভালো করে বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল সে, দীর্ঘদিন অফিসের একঘেয়ে ব্যস্ত জীবনের পর অবশেষে একটা ছুটি, দুপুরে মাংস ভাত খেয়ে আরেক রাউন্ড ঘুমের পর্ব থাকলেও ছুটির দিনে তাড়াতাড়ি ওঠাটা নেহাতই মানায় না, রাতটাও ভালোই জাগা হয়েছিল কাল, যদিও নেটফ্লিক্সে রাতটা সাবাড় করলেও, রাত বারোটায় হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক থেকে আসা কিছু ম্যাসেজ তাকেও অনুপ্রাণিত করা থেকে বিরত থাকেনি, গুগল থেকে একটা ভালো ক্যাপশেন আর ছবিটা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোশ্যাল হতে কিন্তু ভোলেনি, এরপর আর কী, কখন যে ঘুমিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই, তবে সকালের এই ঘুমটা বেশিক্ষণ কিন্তু টিকলো না, আলতো চোখটা লাগতেই ইংরেজি একটা গানে ফোনটা বেজে উঠল, আবার বিরক্ত হয়ে ফোনটা তুলতেই ওপাস থেকে ভেসে এল "কিরে আজও ঘুমাচ্ছিস নাকি, যলদি রেডি হয়ে ক্লাবে আয়, পতাকা উত্তোলন হবে তো এখনি"

ক্লাবের এক সম্মানীয় পদে থাকার জন্য এটা আর না করতে পেরে বেশ বাধ্য হয়েই কোনোরকমে হেডফোন কানে দিয়েই রওনা দিল সে, ক্লাবে পৌঁছাতেই শুনতে পেল "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কী?.. জয়, বন্দেমাতরম্ .." নেতাজীর ছবিতে মালা দিয়ে কিছু বলতে বলা হল রাখল কে, একটু হকচকিয়ে উঠল সে, কিন্তু তারপরই একটা গর্বিত মুখে ছবিতে মালা দিয়েই শুরু করল "হ্যালো, হ্যালো, হ্যালোচেক্,, আজ তেইশে জানুয়ারি আমাদের জাতীয় নায়কের জন্মদিন, আজকের দিন বিলাসিতার জন্য নয়, জেগে উঠে দেশ গড়ার দিন, আজ থেকে..." হঠাৎ ই চুপ করে গেল রাখল, কিছুতেই মনে করতে পারছে না, আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে সুভাষের জন্ম হয়েছিল, "তাড়াহুড়োই গুগল থেকে নেতাজীর বায়োগ্রাফি টাও দেখা হলো না" মনেমনেই বিড়বিড় করে উঠল রাখল, কিন্তু এ কী সবকিছু কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে আসছে তার সামনে, কিছুই মনে পড়ছে না রাখলের, মনে তখন তার একটাই প্রশ্ন "কী কী যেন করেছে সুভাষ দেশের জন্য?" বন্দেমাতরম গানটা কেমন যেন ম্লান হয়ে আসছে, সব অস্বাভাবিক, চোখের সামনে একঝলক ভেসে উঠল ছোটবেলায় সিনামায় দেখা আজাদ হিন্দ ফৌজের ওই প্যারেড, কানে ভেসে আসছে "তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব" আবছা আলোয় মনে পড়ে গেল ব্যক্তিগত সফলতা কে লাখি মেরে সুভাষের দেশের জন্য লড়াই এর কথা, নিজের বুদ্ধি, ও শক্তি দিয়ে সাহসিকতার সাথে দেশ মুক্তির জন্য স্বাথত্যাগের কথা .. চোখ দিয়ে জল পড়ছে রাখলের, নিজের প্রতি লজ্জায় ঘৃণায় চোখ মেলতেই দেখতে পেলো জনা পঞ্চাশেক লোক তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে, "কী হলো, কী হলো" রব উঠেছে, চারিদিকে তাকিয়ে সামনে হাওয়ার তালে বইতে থাকা পতাকাকে একবার স্যালুট করে "জয় হিন্দ" বলে জোরে চিৎকার করে, আর কিছু না বলেই স্টেজ থেকে নেমে এল রাখল, একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, দূর থেকে শুধু ভেসে আসছে

"কদম কদম বাড়ায়ে যা  
খুশি কে গীত গাইয়ে যা  
ইয়ে জিন্দেগী হে কাম কি  
তু কাম পে লুটায়ৈ যা"

Sanchita Banerjee

2nd year

## আমার সুভাষ

সেদিনও ছিল এক শীতের দিন,  
তেত্রিশ কোটির বুক তখনও ছিল এক বিদেশী আতঙ্ক -  
হঠাৎ এলো আলো করে ঘর,  
ভাবলো মাতা বোধয় মিটবে এবার ঝড়।  
চলার পথে ছিল তাঁর হাজারো সুখ,  
কিন্তু সে যে চাই নি দাসত্বের দুখ।  
নামলো সে পথে লিখে মৃত্যু সমন  
বেঁধে কাফন বুক, তুললো মাথায় যীশুর কাঁটা।  
নামলো সে পথে, ছাড়লো যে দেশ,  
মায়ের শিকল ভাঙবেই সে  
করল সে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা, ভাঙবেই সকলের ক্লেশ।  
বলেছিলো সে স্বাধীনতা মানে ভিক্ষা নয়  
ছিনিয়ে নিতে হয় যে সে জিনিস।  
তার ডাকে জাগলো আশা,  
শিরদাঁড়া হলো শক্ত  
উঠলো টলে বিলিতি বাসা,  
এবার বুঝি যেতে হবে, নইলে যে বইবে রক্ত।  
ঝরে গেছে অনেক যুগ, বয়ে গেছে সময় -  
অপেক্ষায় আছে আজও জন্মভূমি,  
তোমার ফিরে আসার গুণছে প্রহর।  
কান পাতলে পাবে শুনতে ডাকছে তোমায় ডেকে।  
একশো তেত্রিশ কোটির বুক  
তাইতো আজও হারায়নি আশা,  
জানি ফিরবে তুমি -  
আমার সুভাষ।

## Sprachle Through

With nothing of the land  
to weigh me down,  
And no one to wait  
for my return dismayed.

No fear, no regrets, tears, or  
sorrow to drown,  
But my duties tend to have  
remained unaccomplished.

The lonely me sailing onto  
the loving sea,  
Watching the merciful tide  
march untamed.

My zeal towards the goal  
remains unparalleled,  
To erase my footprints unpaved;  
and set my spirit free.

-Abhirup Tarafder  
2nd Year

- সৌপর্ণদত্ত  
Alumni 2020

# फौजी

घर से दूर होकर , पिता का आशीर्वाद लिए ,रोती माँ को हौसला देकर घर छोड़ जाते हैं।

भारत माँ के खातिर ये हर रिश्ते को पीछे छोड़ आते हैं ,

उनकी हिम्मत के भी क्या कहने , गोली सीने में खाये... जिम्मेदारियों को आखिरी दम तक निभाते हैं

ये एक फौजी ही तो है जो अपने देश की मिट्टी का एहसान चुका पाते हैं।

कोई ठिकाना नहीं है ,कभी ऊँची चोटी पर तो कभी मैदानों में दिन बिताते हैं ,

बिना भेद भाव के हर धर्म हर जाति के लिए अपनी जिंदगी नेउछावर कर जाते हैं।

भारत माँ के सपूतों की ये अमर हर कहानी हैं ,

किस्से हैं बाकी अभी तो अमर गाथा सुनानी हैं ,

इनको देख दुश्मनों को भी हमले से पहले सोचना पड़ता है ,

कदम रख दिया किसी फौजी ने जहाँ फिर तो दुश्मन-ए-हिन्द को भी बिन लड़े मैदान छोड़ना पड़ता है।

हर वक्त जिंदगी को मौत के मुहाने पर लिए रखा हैं ,

अपनों से मिलने की ख्वाइश रखे उन तस्वीरों को सिरहाने लिए रखा है।

कुछ न होगा हमारे देश को उनके होते हुए...जिसने सीने में पूरा तूफान लिए रखा हैं ,

हराना भी मुश्किल हैं उन्हें जिसने पीछे पूरा हिंदुस्तान लिए रखा ,हारेंगे कैसे वो भी...जहाँ हिन्दू भी भाई बनके मुसलमान के संग बैठा है।

Utpal Prasoan

3rd Year

# নেতাজি

(১৮৯৭ - ∞)

সত্যি বলছি তোমায় নিয়ে কিছু লিখতে একদম ভালো লাগেনা। বড্ড ছোটো আমার লেখার খাতা পেন গুলো তোমার জীবনের সামনে। তুমি যেন ২৩ জানুয়ারি তেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছ। রাজনৈতিক দল গুলো বড্ড নিচের তলায় নামিয়েছে তোমায়। কেউ কেন বুঝেছেনা তুমি কারোর একার সম্পত্তি নও। একটা অদৃশ্য বিভেদের পাঁচিল তোলার অবিরাম প্রয়াস চলছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে। ব্যক্তি তুমি একটাই অথচ তোমায় নিয়ে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে একাধিক। কতরকম মন্তব্য তোমায় নিয়ে শুনে যাচ্ছি সেই অবেলা থেকে। মানব জীবন হিসাবে আর তুমি বেঁচে নেই এ কথা একদম ঠিক। কিন্তু তোমার মৃত্যু দিন টা অঘোষিত। তোমার মৃত্যুদিন ঘোষণা নিয়েও কত ঠান্ডা গরম রাজনীতি। তবে আজ মন থেকে চাই ওই দিন টা আর কখনও যেন ঘোষণা না হয়। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকো। তোমার মৃত্যুদিন পালন করতে চাইনা।

তুমি বুঝেছিলে ফ্যাসিবাদ হোক বা সাম্যবাদ - যেকোন ভাবেই স্বাধীনতা চাই। তুমি সমস্ত ভয়কে তুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়েছিলে তোমার লক্ষ্যে। কেউ পারেনি তোমায় আটকাতে। আমরা জানি ভারত যে স্বাধীন হয়েছে তা তুমি জানতে। তবে কি পর্বত সমান অভিমানকে বুকের ভেতর চেপে আর তুমি ফিরে এলেনা ??? ভারতের স্বাধীনতায় তোমার ভূমিকা ঠিক কতখানি তা মাপা যাবেনা। কখনও কোনো বিভেদে না গিয়ে নীরবতাকে সঙ্গী করে বিদায় নিয়েছ।

আজ তোমায় নিয়ে অনেক নেতা অনেক লম্বা চওড়া ভাষণ দেয় কিন্তু তোমার দেখানো পথে চলতে তারা কেউ পারেনা। তোমায় সামনে রাখে আবেগ কোঁড়াবার জন্য, আসল উদ্দেশ্য ..... থাক। না বলাই ভালো। আজকাল টাকার জোর থাকলেই নেতা হওয়া যায় (সবাইকে বললামনা) কিন্তু সেই সময় নেতা হতে গেলে পড়াশোনার পাশে নিজের হৃদয়ের ডাক টাও যে বড্ড জরুরী ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অক্ষশক্তি এবং মিত্রশক্তির নিজেদের সৈন্যদের উদ্ভুদ্ধ করতে রেডিও স্টেশন গুলির মাধ্যমে একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল। ভারতবাসীর মন পাওয়ার জন্য ব্রিটিশরা ও তাদের নিজস্ব রেডিও স্টেশনগুলি ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে প্রচার চালাবার চেষ্টা করছিল। ঠিক তখনই ব্রিটিশ রাজের পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করলেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ রেডিওতে গর্জে উঠলেন ভারত মায়ের এই দামাল ছেলে -

“This is Subhas Chandra Bose speaking to you over Azad Hind Radio...”

চমকে উঠলো সমগ্র বিশ্ববাসী। কেঁপে উঠলো ব্রিটিশ রাজের পদতলের মাটি। ব্রিটিশ রাজ বুঝতে পারল তাদের পরাজয় নিশ্চিত।

আজাদ হিন্দ রেডিওতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সেই তেজোদ্দীপ্ত, উদাত্ত স্বরভাষ্য -

“অন্যান্য জাতির কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিনের শত্রু হলেও ভারতের কাছে সে চিরশত্রু”... যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারত নিজের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। ... আমাদের কমন এনিমি (ব্রিটিশ) কে সরাতে যারা সাহায্য করবে আমরা তাদের আন্তরিকভাবেই সাহায্য করব। ভারতের উদ্ধার আমাদেরই হাতে।”

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, মারাঠি, উর্দু, পাঞ্জাবি, পুশতু তে সাপ্তাহিক নিউজ বুলেটিন প্রচার করা হতো। পরবর্তীতে প্রথমে সিঙ্গাপুর এবং পরে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ রেডিওর সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করা হয়।

আজাদ হিন্দ রেডিওতে যেকোনো সম্প্রচার শুরু হতো শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের লেখা বুকের রক্ত গরম করা সেই বাক্যবন্ধটি দিয়ে -

“গাজিয়েঁ মে বু রহেগী জব तक इमान कि / तब तो लडन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान कि”( धर्म षोद्धादेर मध्ये यतदिन पर्यन्त विश्वासेर सुगन्ध थाकवे, ततदिन लडन पर्यन्त ताड़ा करवे भारतीय तरबारी ) ।।।

आजाद हिन्द रेडिओते नेताजि भाषण शुरू करतैन 'कमरेडस' दिये एवं भाषण शेष करतैन 'इनकिलाब जिन्दाबाद' एवं 'आजाद हिन्द जिन्दाबाद' शब्दबन्ध दिये ।

इनकिलाब जिन्दाबाद 🙋

प्रति বছर २७ जानुयारि एले आर भोट एले तोमार ओपर दरद एत उथले ओठे ता राखार जायगा थाकेना। आर अन्य समय ?? तुमि तो इतिहास। कोनो राजनैतिक दलके बलछिना आबार सब राजनैतिक दलके बलछि - १२५ বছर परेओ

- केन नेताजी स्कूल कलेजेर सिलावासभुक्त हलना ???

- केन भारतीय नोटे तार छवि एलना ??

- केन तार सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश हलना ??

- केन नेताजी र एकाधिक रिपोर्ट एल ??

- एमन हजार प्रश्न।

जानि सठिक उत्तर केउ दिते पारबेन ना, बड़ो जेओर खुब "दलभक्त" व्यक्ति हले दु चारटे खिन्ति खेउर करबेन वा आरओ पडून बले ज्ञान देबेन।

अनेक छोटबेलाय पड़ा शान्तिमय बन्दोपाध्याय एर अनेक कवितार मध्ये एइ कविता आजओ भुलिनि

नेताजी

कदम कदम बाटाये या  
एइ बले तुमि निर्भीक,  
जातिर भीरुता घुचाये दियेछ  
गड़ेछो मुक्ति सैनिक।  
देश ओ जातिर महान गर्व  
स्रष्टा जीबन द्रष्टा  
प्रणाम तोमाय संग्रामी वीर  
त्यागेर परम स्रष्टा।।।

सब शेषे एकटा कथाइ बलते पारि, केउ तोमाय आर देशेर जन्ये तोमार असामान्य कीर्तिके मने राखुक वा नाइ राखुक, तुमि सर्वदा बांगलिर हदये छिले, आछे, थाकवे। छोटबेलाय मा एकटा कथा बलतेन, "मृत्यु तो मानुष एर हय, भगवान अमर, ताइ तोमारओ मृत्यु नेइ तुमि अविनश्वर। तोमाय लोकदेखानो प्रणाम जानाबार इच्छा आमार नेइ। तुमि बुकेर बाँ दिकेइ थाको, आमृत्यु आमादेर ह्रदस्पन्दन हये....

जय हिन्द 🙋🙋

बन्देमातरम् 🙋🙋

-Koushik Debnath  
3rd Year

## যে গল্প কেউ বলেনা

মস্কো থেকে ৬০০০ কিলোমিটার দূরে এমন এক জায়গা যেখানে শীতে তাপমাত্রা থাকে -৫০° সেন্টিগ্রেডেরও কিছু নীচে, হয়তো সেখানেই কোনো এক জায়গায় সবার অজান্তে মৃত্যু হয়েছিল বাংলার সবচেয়ে সাহসী মানুষটার। কথাটা শুনলে অনেকের অনেকরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তবে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এবারে আসা যাক সেই গল্পটায় যেখানে নেতাজীর অন্তর্ধানের রহস্যের সাথে মিশে গেলো রাশিয়ার Road Of Bones...

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বহু বিতর্কের মুখে ললিপপ গুজে চুপ করিয়ে দেওয়া 'প্লেন ক্র্যাশ থিওরি' আর মশলা মাথিয়ে সাধারণ মানুষকে সার্ভ করা 'গুমনামি বাবা'র রূপকথার গল্পের মাঝে বেশ কিছু প্রশ্ন হয়তো চাপা পরে যায় সময়ের সাথে সাথেই।

প্লেন ক্র্যাশ হওয়ার পরে গান্ধীজি প্রার্থনাসভা'য় বলেন "সুভাষ এখনো বেঁচে আছে এবং আমার কাছে তার প্রমাণও আছে।" এবং তার কিছুদিন পরেই Harijan এ লিখে বসেন ওই কথা তিনি আবেগের বসে বলেছিলেন। এগুলো কি সত্যিই সামান্য কতগুলো কথা নাকি ওনার উপরে কোনো চাপ ছিল ?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভালো যে নেহরুর কাছে আসা একটা চিঠির গল্প শোনা যায় যেটা নাকি সুভাষ রাশিয়া থেকে তাকে পাঠিয়েছিল সেটার তারিখ কিন্তু এই সময়ের মাঝেই।

নেহরুর নাম যখন এলো তখন আরও কতগুলো গল্প বলি। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দূত হয়ে রাশিয়ায় যান তার বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, তিনি দেশে ফিরে সংবাদমাধ্যমে প্রথম যে কথা বলেন তা অনেকটা এরকম "I may give a information that may shock entire India."।

এরপরেই তার কর্মক্ষেত্র রাশিয়া থেকে আমেরিকাতে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয় সরকারের তরফে। ওনার ফেলে যাওয়া পদে অভিষিক্ত হন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যিনি পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হন। জানা ভারতের এই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিই বহুবার বহু কাছের মানুষের কাছে দাবী করেন সে সময় ১৯৪৮এ তার সাথে দেখা হয়

নেতাজীর এবং নেতাজী তাকে অনুরোধ করেন দেশে ফিরে তাকে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে কিন্তু তিনি সে বিষয়ে নেহরুকে বললেও তিনি বিশেষ আমল দেননি। এ বিষয়ে ১৯৬১তে তিনি প্রকাশ্যে মুখ খুললেও ভারত সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জানিনা এতোগুলো ঘটনা সত্যিই কাকতলীয় হওয়া সম্ভব কি না!

হতেই পারে এগুলো ভারতীয় রাজনীতির নানা মারপ্যাঁচ তাই পুরোপুরি বিশ্বাস করা উচিত না...তবে এবারে কাঠগড়ায় আসছেন USSR পলিটবুরো সদস্য বাবায়ান গুফুভ যিনি স্পষ্টভাবেই বলেন নেতাজী সোভিয়েত-মাঞ্চুরিয়া বর্ডারে ক্রন্টিনার গার্ডদের হতে ধরা পরেছিলেন এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সাথে তার সাক্ষাতের ঘটনাও সম্পূর্ণ সত্যি যেখানে তাদের এই শর্তে দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল যে তারা মুখে কোনো কথা না বলে অন্য যে কোনো উপায়ে বার্তালাপ করতে পারেন।

এতক্ষণ যা কিছু ঘটনার কথা বললাম সবই বেসরকারী বিবৃতি কিন্তু সরকারী ভাবেও বিবৃতি এসেছিল যেখানে ১৯৪৬ এর অক্টোবরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সরাষ্ট্রসচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দাবী করেন ভারত সরকারের কাছে তখনও এমন কোনো তথ্য ছিলনা যার থেকে বলা যেতে পারে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে।

আগের কথাগুলো থেকে মনে হতেই পারে আমি একপেশে ভাবে নেহরুজিকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু মজার বিষয় এটাই যে নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে আমি যে গল্পটার কয়েকটা অধ্যায় এতক্ষণ বলার চেষ্টা করলাম তার সাথে নেহরুর কোনো সম্পর্কই নেই। তবে এবার আসল গল্পে আসা যাক।

ভারত ও রাশিয়ার সুসম্পর্কের কারণে সাহায্য প্রার্থনা করে রাশিয়ার কাছে আশ্রয় নিতে যান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই তাকে আটক করে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার একটা সুযোগ পেয়ে যান স্থালিন। এবার প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের সাথে রাশিয়ার সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ কিসের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে ?

প্রশ্নটা যাদের মনে এসেছে তাদেরকে Congratulations বলে উত্তরটা দিচ্ছি এই যে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে যখন আমেরিকা রাশিয়াকে কর্নার করার খেলা শুরু করে তখনই

এশিয়ায় আমেরিকার সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে স্বত্ব করে দিয়ে এবং ভারত ও সংলগ্ন দেশের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে এক টিলে দুই পাখি মেরে আমেরিকাকে দুর্বল করে দেওয়ার পাশেই রুশ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার একটা চেষ্টা করেন স্তালিন। যদিও আলোচনার বিষয়টা যেহেতু এটা নয় তাই আমরা সেদিকে না গিয়ে চলে আসি আসল কথায়, তো সেই চাপ সৃষ্টি করার অংশ হিসাবেই এই লেখার প্রথমে উল্লেখ করা Road of Bones হিসাবে খ্যাত যাকুতস্ক জেলের ৪৫ নম্বর সেলে বন্দী করা হয় নেতাজীকে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এর কিছুদিন পরে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে মারা যান স্তালিন এবং এই সব কূটনীতি আর রাজনীতির মাঝে হারিয়ে যায় আরও একটা মানুষের হিসাব। মনে করা হয় এরকম সময়েই ওই জেলেই অনাহারে এবং ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে মারা যান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এতক্ষণ ধরে যে টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো বললাম সেগুলো যদি এই শেষ গল্পটার সাথে সময় আর তারিখ মিলিয়ে দেখা যায় তবে দুইয়ে দুইয়ে চার হতে খুব একটা বেশী সময় লাগবে না আশা করি

রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিতের থেকে জানা যায় নেহরুজি সেখানে গিয়ে নেতাজির চিতাভস্মের সামনে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান, ধূপ জ্বালা বা প্রণাম করা তো দূর সেদিকে তাকাননি পর্যন্ত...এমনিই মনে হলো তাই কথাটা বললাম। যদি মনে কোনো প্রশ্ন এসে থাকে উত্তরটা না পাওয়াই ভালো।

Sankha Dey  
2nd Year



Art : Sujit Karmakar, 3rd Year



# Netaji Subhash Chandra Bose

**"Give me Blood, and I will give you freedom"-Netaji Subhash Chandra Bose**

When we talk about nationalism, our minds remind us of one such great soul who was successful in arousing the spirit of 'nation over community, religion, tribe' across the country.

The enigmatic man who is often regarded as India's 'Lost Leader' paved way for an independent India. His phenomenal contribution to India's freedom struggle can never be forgotten.

Today as we commemorate the 125th birth anniversary of the great leader, let us remember him in a grand way through his contributions and prominent works.

Netaji Subhas Chandra Bose was born in Cuttack, Orissa on January 23rd 1897. After completing his degree in Philosophy in Calcutta, he was sent to England to study for the Civil Services exams.

In 1921, he returned to India, where his fervent patriotism led to him being considered a rebel by the British authorities.

Bose became a leader of the youth wing of the Indian National Congress in the late 1920s, becoming Congress President in 1938 and 1939. He left Congress leadership positions in 1939 due to his differences with Mahatma Gandhi and the Congress high command. He was subsequently placed under house arrest by the British before escaping from India in 1940.

In 1942, during the Second World War, he formed the Indian National Army in Southeast Asia, composed of Indian soldiers of the British Indian army who had been captured in the Battle of Singapore. Netaji established a provisional government of Free India or Azad Hind in 1943 in Andaman and Nicobar, which had been captured by Japanese forces.

On 18 August 1945, Netaji is said to have died from third-degree burns sustained after his plane crashed in Taiwan. Due to the circumstances of his death, the Government of India has set up a number of committees to investigate the case.

Since then, his life and legacy are seen as an inspiration to generations of young Indians and Netaji Jayanti is an opportunity to celebrate his role in India's freedom movement.

Source of the historical events-

[officeholidays.com/Netaji Subhash Chandra Bose](http://officeholidays.com/Netaji%20Subhash%20Chandra%20Bose)

Written and edited by-

Rashmi Mitra, Alumni 2020)



*একবার বিদায় দে মা ঘুরে*

*আসি.....*

শিল্পীর মৃত্যু নাই  
নাই বা হবে শেষ তোমার সৃষ্টি  
ভালো থেকে

**লতা মঙ্গেশকর (১৯২৯ - ∞)**

নির্দেশনায় :-

সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়

*Faculty Co-ordinator of Mechatrix ,*  
অযান্ত্রিক

সম্পাদনায় :-

সৌপর্ণ দত্ত

Alumni ,২০২০

সহ সম্পাদনায় :-

রিয়া মন্ডল

৩য় বর্ষ

গ্রাফিক ডিসাইন ও সংযোজন :-

অভিজ্ঞান নায়ক

৩য় বর্ষ

টিম অযান্ত্রিক :-

অরণ্য চৌধুরী ,৩য় বর্ষ  
সৌভিক শাসমল ,৩য় বর্ষ  
সম্পদ ঘোষ ,২য় বর্ষ  
সাহিল মোল্লা,২য় বর্ষ